পদক্ষেপ
মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

(পদক্ষেপ এর একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী)
ই নিউজ

বর্ষ: ১১ | সংখ্যা: ১১৩

সম্ভাবনার ক্ষমতায়নে সাম্যে গড়া
টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ১৯৮৬ থেকে

জুলাই ২০২২

বন্যা দূর্গত মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ এর ফ্রি স্বাস্থ্য ক্যাম্প

সাম্প্রতিক সময়ে ভয়াবহ বন্যায় আক্রান্ত হয় দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জেলা সিলেট ও সুনামগঞ্জ। উজানে ভারী বৃষ্টির কারণে বন্যা পরিস্থিতিরও দ্রুত অবনতি ঘটে জেলা দুটিতে। এ অবস্থায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে ত্রাণ সহায়তার পাশাপাশি ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প গঠনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছে পদক্ষেপ। স্থানীয় হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা বন্যা পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত ১ হাজার দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের মাঝে ফ্রি স্বাস্থসেবা ও ঔষধ বিতরণ করা হয়। এরমধ্যে গত ২৫ জুলাই ২০২২ তারিখে বি-বাড়ীয়া জোনের আওতায় সিলেট সদর ব্রাঞ্চের উদ্যোগে সিলেট সদর উপজেলায় ৫ শতাধিক, ২৮ জুলাই সুনামগঞ্জের দাসেরবাজার ব্রাঞ্চের উদ্যোগে দক্ষিণ ভাগিরপাড় এলাকায় ২৫০ জন এবং ৩১ জুলাই ২০২২ তারিখে কিশোরগঞ্জ জোনের আওতায় সুনামগঞ্জ জেলার দিড়াই ও শাল্লা উপজেলার মধ্যবর্তী স্থান শ্যামাচর বাজার এলাকায় বন্যা দূর্গত ২৫০ জন রোগীকে ফ্রি ব্যবস্থাপত্র প্রদান ও ঔষধ সরবরাহ করা হয়। উক্ত মেডিকেল ক্যাম্পগুলোতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, মাদ্রাসার সভাপতি ও প্রিন্সিপাল, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ, পদক্ষেপ এর সংশ্লিষ্ট জোনের সহকারি পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজারবৃন্দ, এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজারবৃন্দ, সমৃদ্ধি ও হাওর কর্মসূচির স্বাস্থ্য কর্মী ও সিবিও'সহ অন্যান্য কর্মীবৃন্দ এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও উপকরণ বিতরণ

গত ৬ জুলাই ২০২২ তারিখে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত পদক্ষেপ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর আওতাধীন প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস প্রজেক্টের রংপুর সদর ও সিও বাজার শাখার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ বিতরণের আয়োজন করা হয়। পদক্ষেপ এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র মো: মাহামুদুর রহমান টিটু, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো: মিজানুর রহমান, রংপুর সিভিল সার্জন অফিসের জেলা স্যানিটারি ও ফুড সেফটি ইন্সপেক্টর মো: মাহাবুবার রহমান, নিরাপদ খাদ্য অফিসার সৌরভ চন্দ্র বর্মন, রংপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের নিরাপদ খাদ্য বিভাগের সিনিয়র কেমিস্ট মো: ইব্রাহীম হোসেন, রংপুর সিটি কর্পোরেশন সাবেক ২৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো: আকরাম হোসাইন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন রংপুর

জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার মো: মোস্তাফিজুল গনি। উপকরণ সমূহের যথাযথ ব্যবহারবিধি নিয়ে আলোচনা করেন প্রজেক্টের প্রজেক্ট ম্যানেজার আয়শা সিদ্দিকা। অংশগ্রহণকারীরা সকলে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনা শেষে উদ্যোক্তাদের মাঝে কর্মক্ষেত্রে উৎপাদিত বর্জ্য সঠিক ভাবে সংরক্ষণের জন্য তিন ধরণের ডাস্টবিন, মাছ-মাংস ও সবজি-সালাদ কাটার জন্য আলাদা আলাদা চপিং বোর্ড ও ছুরি, ফার্স্ট এইড বক্স, কর্মীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য হ্যান্ড গ্লোভস, এ্যাপ্রন, মাস্ক, হেয়ার ক্যাপ এবং নিরাপদ খাবারের ১২টি মূলনীতি সম্বলিত ডিসপ্লে বোর্ড বিতরণ করা হয়। এ বছর দিবস উপলক্ষে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "বিশ্বব্যাপী প্রতি দশজনের মধ্যে একজন খাদ্যবাহিত রোগে আক্রান্ত। নিরাপদ খাদ্য সুস্বাস্থ্যের উৎস হলেও অনিরাপদ খাদ্য অনেক রোগের কারণ"। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট জোন, এরিয়া ও ব্রাঞ্চের এবং উক্ত প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ'সহ রংপুরের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

লবণ চাষীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

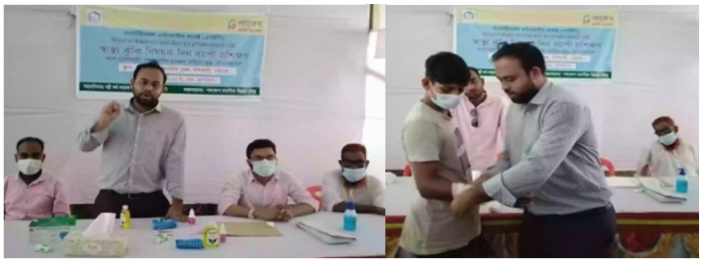

পদক্ষেপ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর আওতায় পরিবেশ বান্ধব উপায়ে সামুদ্রিক লবণ উৎপাদন ও ব্যবসা জোরদারকরণ প্রক্রিয়ার লক্ষ্যে শেখেরখীল ব্রাঞ্চে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। পদক্ষেপ কর্তৃক পরিচালিত এসইপি প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক রঞ্জন কান্তি পন্ডিতের সভাপতিত্বে এবং এসইপি ডকুমেন্টেশন অফিসার মু. সাঈদুল ইসলাম সাঈদ এর সঞ্চালনায় গত ২১ জুলাই শেখেরখীল ব্রাঞ্চে প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে সেইভ দ্যা চিলড্রেন এর মেডিকেল বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা: সিফাত এইচ চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে কনসালটেন্ট আব্দুর রহিম ও শেখেরখীল ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মো: মহসিন উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, মাঠ পর্যায়ে লবণ চাষীদের জন্য নিরাপদ থাকার অন্যতম একটা বিষয় হলো ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী তথা পিপিই। তিনি পিপিই এর ব্যবহার ও তার সুবিধাসহ পানিবাহিত রোগের কারণ, ধরণ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া অন্যান্য বক্তারা লবণ চাষীদের জীবনমান ও পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকায় পরিবেশবান্ধব উপায়ে লবণ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও লবণ ব্যবসা শক্তিশালীকরণের জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে পদক্ষেপ এর বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ ও কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। লবণ চাষীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়ে প্রকল্পের পক্ষ হতে এ ধরণের প্রশিক্ষণ আয়োজনের ফলে লবণ চাষীরা নিরাপদভাবে লবণ চাষে ভূমিকা রাখতে পারবেন বলেও জানান বক্তারা। প্রশিক্ষণটিতে প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে ডা. দিদারুল হক সাকিব স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি কি, লবণ উৎপাদনে সৃষ্ট শারীরিক সমস্যার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রশিক্ষণের শেষ পর্বে মাঠ পর্যায়ে কোন শ্রমিক আঘাত পেলে তড়িৎ চিকিৎসা গ্রহণে ফার্স্ট এইড বক্স সম্পর্কে সরাসরি প্রশিক্ষণ প্রদান করেন প্যারামেডিকেল কনসালটেন্ট জনাব আব্দুর রহিম। প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শেখেরখীলে অবস্থিত বিভিন্ন স্তরের লবণ চাষীগণ ও তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চের অন্যান্য কর্মকর্তা ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) তার 'শিক্ষা কর্মসূচি সহায়ক তহবিল' এর আওতায় সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমভুক্ত উপকারভোগীদের কৃতি ও মেধাবী সন্তানদের জন্য প্রতি বছর শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে আসছে। শিক্ষাবৃত্তির মূল্য জনপ্রতি ১২,০০০/- (বার হাজার) টাকা। পাশাপাশি বৃত্তিপ্রাপ্ত ঐ একই শিক্ষার্থী যারা সফলভাবে ১ম বর্ষ শেষ করে ২য় বর্ষে উঠেছে তাদেরকে আবারও জনপ্রতি ১২,০০০/- টাকা প্রদান করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালের বৃত্তি প্রদান করেছে পিকেএসএফ। এতে পদক্ষেপ এর উপকারভোগীর মেধাবী সন্তানদের মধ্যে মোট ৩৪ জন বৃত্তি পেয়েছে। ২০২১ সালে এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ২০ জনকে প্রথম দফায় এবং ২০২০ সালে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১৪ জনকে দ্বিতীয় দফায় বৃত্তির চেক বিতরণ করা হয়েছে। এরমধ্যে ঢাকা জোনে ২ জন, ময়মনসিংহ জোনে ২, চট্টগ্রাম (উঃ) ৪, চট্টগ্রাম (দঃ) জোনে ২, বি-বাড়িয়া জোনে ৪, পটুয়াখালী জোনে ২, বরিশাল জোনে ২, ভোলা জোনে ২, যশোর জোনে ৩, ফরিদপুর জোনে ২, রাজশাহী জোনে ১, রংপুর জোনে ৩, দিনাজপুর জোনে ৪ এবং নিকলী জোনে (হিজল কর্মসূচী) ১ জন অর্থাৎ মোট ৩৪ জনকে ৪,০৮,০০০/- (চার লক্ষ আট হাজার) টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে। পদক্ষেপ এর জোন পর্যায়ে জোনাল ম্যানেজারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে এবং সরকারী বেসরকারী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে শিক্ষাবৃত্তির চেক হস্তান্তর করা হয়েছে। পিকেএসএফ এর শিক্ষাবৃত্তি অতিদরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষামুখী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আমিন বাজার ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে পদক্ষেপ এর এইচআইভি প্রকল্পের সার্ভিস সেন্টার পরিদর্শন

গত ৩১ জুলাই ২০২২ তারিখে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম এর পরিচালক ও এলডি, টিবি-এল, এএসপি ডাঃ মোঃ খুরশেদ আলম এর নের্তৃত্বে পদক্ষেপ এর এসটিআই/এইচআইভি প্রিভেনশন সার্ভিস প্রকল্পের আমিন বাজার ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের সার্ভিস সেন্টার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে হাসপাতালের রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসারের রুমে প্রকল্পের টিম লিডার জনাব সৈয়দ আনোয়ার হোসেন এর তত্ত্বাবধানে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় পদক্ষেপ এর প্রোগ্রাম উইং এর উপ পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দীক আগত অতিথিদের প্রোগ্রামের বিভিন্ন বিষয় ও সার্ভিস ডেলিভারির চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে সংক্ষেপে ব্রিফিং প্রদান করেন। আলোচনা শেষে অতিথিবৃন্দ হাসপাতালে অবস্থিত পদক্ষেপ এর এসটিআই/এইচআইভি প্রিভেনশন সার্ভিস সেন্টার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শক প্রধান সেন্টারের মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট কাম কাউন্সিলর, আউটরিচ সুপারভাইজার ও পিয়ার এডুকেটরদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি তাদেরকে প্রকল্পের সার্ভিস সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেন। পরে হাসপাতালে প্রকল্পের সার্ভিস সেন্টারের বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিন প্রত্যক্ষ করেন এবং প্রকল্পের চলমান কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন সেইসাথে তিনি আমিন বাজার ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের সার্ভিসকে ভবিষ্যতে মডেল সেন্টার হিসেবে দেখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। পরিদর্শনকালীন সময়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল বিষয়ক পরিচালক ডাঃ মোঃ বেলাল হোসেন, এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট এন্ড কোঅর্ডিনেশন এর সিনিয়র ম্যানেজার মোঃ আখতারুজ্জামান এবং আমিনবাজার হাসপাতালের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ তার সাথে ছিলেন।

খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধির উপর প্রশিক্ষণ

পদক্ষেপ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপপ্রকল্প প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস প্রকল্পের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে সম্প্রতি খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত কাজের উপর একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৮ জুলাই ২০২২ তারিখে ঢাকার মিরপুর ও মোহাম্মদপুর কর্ম এলাকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে পদক্ষেপ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (পিআইডিএম) সেন্টারে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে স্বাগত ও শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক আয়শা সিদ্দীকা। তিনি প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করেন, সেইসাথে পরিবেশগত উন্নয়নমূলক চর্চাগুলো সঠিকভাবে পালন এবং খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে খাদ্য পরিবেশন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নিরাপদ পানির ব্যবহার, সঠিক তাপমাত্রায় খাবার সংরক্ষণ করা, নিরাপদ খাদ্য বিক্রয় করা ইত্যাদি বিষয়ে দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ দেন। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যবিধির উপর অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণগুলোতে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাদ্য প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন টেকনিক্যাল অফিসার লিভা আক্তার। পরিবেশগত উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশচর্চা বৃদ্ধি ও পরিবেশ সম্মত উপায়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং হোটেল/রেস্টুরেন্ট এ সৃষ্ট বর্জ্য কিভাবে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন পরিবেশ কর্মকর্তা মৌসুমি কর। প্রশিক্ষণে প্রকল্পের একাউন্টস এ্যান্ড প্রকিউরম্যান্ট অফিসার মো: রফিকুল ইসলাম'সহ পদক্ষেপ এর অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস প্রকল্পের পরিবেশ ক্লাব ও সভা

গত ২৭ জুলাই ২০২২ তারিখে ঢাকার মিরপুর ও মোহাম্মদপুর কর্ম এলাকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে একটি পরিবেশ ক্লাব ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের হোটেল/রেস্টুরেন্টে উৎপাদিত বর্জ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য ৩ ধরণের ডাস্টবিন, মাছ-মাংস ও সবজি-সালাদ কাটার জন্য আলাদা আলাদা চপিং বোর্ড ও ছুরি, ফার্স্ট এইড বক্স, কর্মীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য হ্যান্ড গ্লোভস, এপ্রোন, মাস্ক, হেয়ার ক্যাপ এবং নিরাপদ খাবারের ১২টি মূলনীতি সম্বলিত ডিসপ্লে বোর্ড বিতরণ করা হয়। উপকরণ সমূহের যথাযথ ব্যবহারবিধি নিয়ে আলোচনা করেন প্রজেক্ট ম্যানেজার আয়শা সিদ্দিকা। হোটেল/রেস্টুরেন্টে পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন পরিবেশ কর্মকর্তা মৌসুমী কর। এছাড়াও সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার লিভা আক্তার, একাউন্টস এ্যান্ড প্রকিউরম্যান্ট অফিসার মো: রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

এসটিআই এ্যান্ড এইচআইভি/এইডস সার্ভিস প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি

গত ৩০ জুন ২০২২ এস টি আই এ্যান্ড এইচ আইভি/এইডস সার্ভিস প্যাকেজ ২৫ এর প্রথম পর্যায়ের ছয় মাসের চুক্তি শেষ হয়েছে। প্রকল্পের পূর্ব প্রস্তাবনা অনুযায়ী দ্বিপাক্ষিক সভা ও আলোচনার মাধ্যমে উক্ত প্রকল্পের মেয়াদ আরো এক বছর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রকল্পের প্রস্তাবিত মেয়াদ আগামী জুলাই ২০২২ হইতে জুন ২০২৩ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

লবণ উৎপাদনে জড়িত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ

পদক্ষেপ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর আওতায় পরিবেশ বান্ধব উপায়ে সামুদ্রিক লবণ উৎপাদন ও ব্যবসা জোরদারকরণ প্রক্রিয়ার লক্ষ্যে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার খুটাখালী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের হল রুমে লবণ উৎপাদনে জড়িত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের ব্যবস্থাপক রঞ্জন কান্তি পন্ডিতের সভাপতিত্বে এবং টেকনিক্যাল অফিসার সাঈদুল ইসলাম সাঈদ এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে কক্সবাজার জেলার বিসিক এর ডিজিএম জাফর ইকবাল ভুঁইয়া এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে এজিএম রিদুয়ানুল ইসলাম উপস্থিতি ছিলেন।

প্রধান অতিথি বলেন, বৃহত্তর চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল অর্থাৎ কক্সবাজার ও বাঁশখালীতে বিস্তৃত হয়ে আছে লবণ শিল্প। দেশের বৃহৎ এই শিল্পের সাথে জড়িত সকল পেশাজীবী মানুষ বর্তমানে চরম দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তাই তাদের এই দুঃসময়ে পাশে থেকে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে পদক্ষেপ যে প্রকল্প হাতে নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেজন্য বিসিক এর পক্ষ থেকে পদক্ষেপকে ধন্যবাদ জানান। তিনি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে লবণ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি ও লবণের মান সমৃদ্ধকরণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন তিনি। বিসিক সবসময় পদক্ষেপ এর পাশে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন। এই অঞ্চলের লবণ চাষী ও লবণ ব্যাবসায়ীদের মান উন্নয়নে বিসিক কাজ করছে এবং লবণচাষীদের ভাগ্য উন্নয়নে বিসিক ও পদক্ষেপ একসাথে কাজ করবে। সম্প্রতি লবণে মাইক্রো প্লাস্টিকের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করে তিনি প্লাস্টিকমুক্ত লবণ উৎপাদনে চাষীদের উৎসাহিত করতে পদক্ষেপ এর পলিথিন বিহীন লবণ উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি পলিথিন রিসাইকেল প্রক্রিয়ার প্রশংসা করে বলেন, এই প্রক্রিয়ায় একদিকে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে, একইভাবে লবণচাষীরা তাদের ব্যবহৃত পলিথিন থেকে আর্থিকভাবে লাভবান হবে। সেইসাথে রাজস্ব বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পলিথিন রিসাইকেলের মাধ্যমে প্লাস্টিক পলিথিন হতে সুতা তৈরী করার পরামর্শ প্রদান করেন। চলমান মৌসুম হতে লবণের দাম বৃদ্ধির বিষয়ে তিনি আশ্বস্ত করেন এবং এই শিল্পের ফলে চাষীরা যেন লাভবান হতে পারে সেলক্ষ্যে বিসিক এর পক্ষ থেকে উদ্যোক্তাদেরকে অবহিত করেন।

প্রশিক্ষণে পরিবেশবান্ধব উপায়ে লবণ উৎপাদনের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা মূলক আলোচনায় লবণ চাষীরা অংশগ্রহণ করেন। এসময় লবণ চাষীদের পক্ষ থেকে বলা হয় "পদক্ষেপ লবণ চাষীদের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক ও কারিগরি সুবিধা, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান, শ্রমিকদের বিশ্রামের জন্য শেড তৈরী, স্বচ্ছ পানি পানে ডীপটিউবওয়েল, হ্যান্ড পাম্প এবং ল্যাট্রিন স্থাপন করায় লবণ ব্যবসায়ী ও চাষীরা প্রত্যেকে উপকৃত হয়েছে। যার ফলে আমরা এই শিল্পের প্রতি আরও বেশী মনোনিবেশ করার প্রেরণা পেয়েছি। সামুদ্রিক লবণ উৎপাদন প্রক্রিয়া আমরাদের কাছে একদমই নতুন। সামুদ্রিক লবণ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আমরা পদক্ষেপ থেকে অনুপ্রাণীত হচ্ছি।"

গত ২৪ জুলাই ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী বক্তব্যে সভাপতি প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরে বলেন, পরিবেশবান্ধব উপায়ে লবণ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও লবণ ব্যবসা শক্তিশালীকরণের জন্য লবণ চাষীদের জীবনমান ও পরিবেশগত উন্নয়নের লক্ষ্যে কক্সবাজার সদর ও চকরিয়া এবং চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায় ৮৫০ জন লবণ চাষীদের নিয়ে কাজ করছে পদক্ষেপ। বিশ্ব ব্যাংক এর অর্থায়নে ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ও শেখেরখীল এলাকার লবণ চাষী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা'সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

পদক্ষেপ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপপ্রকল্প প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস প্রকল্পের আওতায় সম্প্রতি স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক ১টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে হয়। গত ২৭ জুলাই ২০২২ তারিখে রংপুর সদর ও সিও বাজার এলাকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে রংপুর জোন অফিসে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রংপুর জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার মোস্তাফিজুল গণি। তিনি বক্তব্যে বলেন, অসাবধানতাই অগ্নিকান্ডের প্রধান কারণ। তাই অগ্নি প্রতিরোধে সচেতনতার কোন বিকল্প নেই। সবাইকে নিজ নিজ অবস্থানে সর্বোচ্চ সচেতন হতে হবে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হতে অগ্নি প্রতিরোধ, অগ্নি নির্বাপক, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। বাসগৃহ, কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে তা ব্যবহার করা, আগুন লাগলে ৯৯৯ নম্বরে কল করে ফায়ার সার্ভিসের সেবা গ্রহণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো মেনে চলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশিক্ষণের শুরুতে স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রাথমিক আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট পেজেন্টেশন এবং পরবর্তীতে সেশনে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রংপুর ফায়ার সার্ভিস এ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স এর সিনিয়র ষ্টেশন অফিসার বাদশাহ মো: মাসউদ আলম। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা জানতে পারেন, আগুন কি, আগুনের উপাদানগুলো কি, আগুনের শ্রেনিবিন্যাস, অগ্নি নির্বাপকের নীতি ও পদ্ধতি, কিভাবে আগুনের সঠিক ব্যবহার করা যায়, কোথাও আগুন লাগলে কি করণীয়, আগুনে পুড়ে যাওয়ার ভয়াবহতা ও ক্ষতিকর দিক, কিভাবে আগুন থেকে নিরাপদ থাকা যায়, কর্মস্থলে হঠাৎ অগ্নি দূর্ঘটনা ঘটলে কিভাবে হাতের কাছে থাকা উপকরণ ব্যবহার করে তা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কিভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো যায়, ফায়ার এক্সটিংগুইশার/ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহারের নিয়ম, বালি ও পানি ব্যবহার করে কিভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণ করা যায় ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পর্বে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার একটি মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় রংপুর ফায়ার সার্ভিস এর একটি দক্ষ কর্মীবাহিনী বিভিন্ন অগ্নিনির্বাপন কৌশল প্রদর্শন করেন এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা তা বাস্তবে অনুশীলন করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠাটিতে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার ননী গোপাল রায় এবং ডকুমেন্টেশন ও মনিটরিং অফিসার মো: মোস্তাফিজার রহমান। এছাড়াও প্রশিক্ষণে অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রংপুর এরিয়ার এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজারবৃন্দ, এ্যাডমিন অফিসার এবং ব্রাঞ্চের অন্যান্য কর্মকর্তা ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

অভয়নগর ব্রাঞ্চ অফিসের ঠিকানা পরিবর্তন

সম্প্রতি যশোর জোনের খুলনা এরিয়ার অভয়নগর ব্রাঞ্চের ঠিকানা পরিবর্তন করা হয়েছে। ব্রাঞ্চে পূর্বের তুলনায় কার্যক্রমের পরিধি ও স্টাফ সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারনে বর্তমানে স্টাফদের আবাসন ব্যবস্থা ও কার্যক্রম পরিচালনায় স্থান সংকুলান না হওয়ায় নতুন ভাবে অফিস ভবন পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন থেকে সৈয়দ নুর ইসলামের বাসা, স্টেশন রোড, নওয়াপাড়া রেলওয়ে স্টেশনের সামনে, হাউস নং-১২৯৯/৫, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যশোর, এই ঠিকানায় অভয়নগর ব্রাঞ্চের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

জুলাই মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ২২৭ জন

জুলাই ২০২২ মাসে পদক্ষেপ এর অভ্যন্তরীণভাবে ৩ জন টিও/সিএ এবং ২০২ জন নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কমিউনিটি ম্যানেজারকে "বেসিক ওরিয়েন্টেশন" বিষয়ে ও প্রধান কার্যালয়ের নিরীক্ষা বিভাগের (সকল কর্মকর্তা) ২০ জনকে মাইক্রোজেন সফটওয়্যার বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি বহি: উৎস পিকেএসএফ কর্তৃক পদক্ষেপ এর ১ জন সিনিয়র ব্যবস্থাপক (এডমিন এ্যান্ড একাউন্টস) ও ১ জন ব্যবস্থাপককে "Training of Trainers (ToT)" বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পিআইডিএম এ মাসে সেবা দিয়েছে ৫৩৫ জনকে

পদক্ষেপ তার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পিআইডিএম-এ পদক্ষেপ'সহ সরকারি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় জুলাই ২০২২ মাসে পদক্ষেপ'সহ ৯টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মোট ৫৩৫ জন কর্মী/উপকারভোগীর অংশগ্রহণে ৩টি সভা ও পরীক্ষা এবং ৫টি প্রশিক্ষণ ব্যাচের জন্য খাদ্য, ভেন্যু ও আবাসন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

এ মাসে রেমিটেন্স লেনদেন হয়েছে ৩৮২টি

জুলাই ২০২২ মাসে বিভিন্ন ব্রাঞ্চের মাধ্যমে মোট ৩৮২ জন গ্রাহককে ১.৬৩ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এভাবে এপর্যন্ত পদক্ষেপ মোট ১,৫৪,৮৩৫ জন গ্রাহককে ৪৯১.৯০ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে পদক্ষেপ দেশব্যাপী মানিগ্রাম, ট্রান্স-ফাস্ট, এক্সপ্রেস মানি, সিবিএল মানি ট্রান্সফার, ইজেড রেমিট, আল জাদিদ, আফতাব কারেন্সি, ইউনিমনি, ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ ও রিয়া'সহ মোট ২৮টি এক্সচেঞ্জ হাউজ/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বিদেশ হতে প্রেরিত রেমিটেন্স গ্রাহকের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে।

এ মাসে ১২ জনকে নিয়োগ দিয়েছে পদক্ষেপ

জুলাই ২০২২ মাসে পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ের অর্থ ও হিসাব বিভাগে এ্যাডভাইজার পদে ১ জন ও ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি পদে ১ জন এবং ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির বিভিন্ন ব্রাঞ্চে সিএম পদে ৭ জন নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি এসটিআই/এইচআইভি প্রিভেনশন সার্ভিস প্রকল্পে ''আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী" প্রকল্পে মেডিকেল অফিসার পদে নেত্রকোনায় ১ জনকে, আইপিসিপি প্রকল্পে টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট পদে আশুগঞ্জে ১ জন এবং পিপিইপিপি প্রকল্পে টেকনিক্যাল অফিসার (নিউট্রিশন) পদে নিকলীতে ১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান

জুলাই ২০২২ মাসে সিপিএফ হতে ৬ জন কর্মীকে ৯,১২,০৯০/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ৭ জন কর্মীকে ২৬,৫০০/- টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বীমা প্রোগ্রাম থেকে ২৮ জনকে ৮,৫১,৪০১/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ৩৬ জনকে ৫,৪৭,৯৩০/- টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

পাবলিকেশন ও ডকুমেন্টেশন সেকশন কর্তৃক প্রণয়নকৃত মাসিক ই-নিউজে আপনার আওতাধীন কার্যক্রমের প্রতিমাসের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে zahid@padakhep.org ই-মেইলে জমা প্রদানের আহবান করা হলো।

বাড়ী নং-৫৪৮, রোড নং-১০, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৫৮১৫১১২৬, ৫৮১৫৬৯২৫, ৫৫০১০৪০৫ ৫৫০১০৪০৬, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-২-৯১৩৭৩১০
E-mail : pmuk@padakhep.org info@padakhep.org, Web: www.padakhep.org